শারদীয়া_বালুরঘাট বার্তা

১৪২৭ - বঙ্গাব্দ

বালুরঘাট বার্তা

শারদ অঞ্জলি - ১৪২৭

৪৬ তম বর্ষ • ৩৬তম সংখ্যা

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৪২৭ • ২১শে অক্টোবর, ২০২০

উপদেষ্টা মন্ডলী ঃ ড. আনন্দগোপালঘোষ, দুর্গাদাস গোস্বামী, তাপস চৌধুরী, ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বিনয় ভূষণ সেন, শঙ্কর রায়

সম্পাদক ঃ পীযূষ কান্তি দেব

সহ-সম্পাদক ঃ কৃষ্ণা দেব

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ দুর্বা রায়, কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ আশীষ নাথ, সৃষ্টি প্রিন্টিং, বালুরঘাট

প্রধান ব্যবস্থাপনা ঃ অমল রাহা

যোগাযোগ রক্ষা ঃ অসীম তপস্বী, অনুপরঞ্জন দাস, অপূর্ব মন্ডল, প্রাণগোপাল সাহা

অক্ষর বিন্যাস ঃ অজয় ভৌমিক

সহযোগিতা ঃ ড. সমিত ঘোষ, গণেশ সাহা, মাধব চক্রবর্তী, কৌশিক সরকার, উদয়বীর দেব, দেবাশীষ চক্রবর্তী মমতা দাস দেব, শ্যামল রাহা ও পীযূষ কুমার সাহা

মুদ্রণ ঃ অটো প্যাকেজার্স এন্ড প্রিন্টার্স,
কাঁঠালপাড়া, বালুরঘাট
দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩১০১ মোবাইল ঃ ৯৪৩৪১৮৭৫৯৯

বিনিময় মূল্য — পঞ্চাশ টাকা

গল্প

- আজ কাল পরশুর গল্প নয় — অভীক দাস ৩৪
- আস্মান এয়ারপোর্ট — প্রসূন ব্যানার্জী ৩৭

ক্যুইজ

- ক্যুইজ — ড. সমরেন্দ্র নাথ খাঁড়া ৪০

কবিতা

- ফিরে ফিরে দেখা — দুর্গাদাস গোস্বামী ৪১
- অদেখা ঈশ্বরের মতো — গোবিন্দ তালুকদার ৪১
- জলের তলে গুপ্ত পথে — রণজিৎ কুমার সরকার ৪২
- কলঙ্ক — হামিদুল ইসলাম ৪২
- করোনা ভাইরাস — সুচন্দা বিশ্বাস ৪৩
- অধ্যায় — মমতা দেব (দাস) ৪৩
- না-জানা — অরুণাভ দত্ত ৪৩
- বিহঙ্গের কলতান — বিভাস দাস ৪৪
- মনে রবে ২০২০ — অপূর্ব মন্ডল ৪৪
- এই সময় ২০২০ — শ্যামল রাহা ৪৫
- তুমি রবে নীরবে — অনুপ রঞ্জন দাস ৪৫
- চলো হাত ধরি কবিতার — নীলাক্তা রায় ৪৫
- জীবনের আড়ালে গান — অমল রাহা ৪৬
- সেই তুমি — উদয়বীর দেব ৪৬
- লকডাউনে এই টাউনে — অচিন বৈরাগী ৪৭
- জগৎ — গোপাল পোদ্দার ৪৭

আম্মান এয়ারপোর্ট

প্রসূন ব্যানার্জী

দিল্লি থেকে মিলানের এই ফ্লাইটটা আম্মানএ একটা স্টপ-ওভার দেয়। নন স্টপ ফ্লাইটের ভাড়া অনেক বেশী তাই সাধারণত সরকারী কাজে গেলে এই ধরনের বিমানেই যাত্রা করতে হয় সরকারী আধিকারিকদের।

জীবনে প্রথমবার বিদেশ যাওয়ার একটা আলাদা উত্তেজনা থাকে। তার ওপর যদি দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে যাওয়া হয় তাহলে আর একটু বেশীই আনন্দ আর উত্তেজনার মিশেল থাকে। অয়নও ব্যতিক্রম নয়। সতেরো সদস্যের যে ভারতীয় পুলিশ এবং প্যারামিলিটারি টিম ইতালি যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছে ও তাদের একজন। একটা বহুজাতিক প্রশিক্ষণ-আয়োজনে রাষ্ট্রপুঞ্জ।

পেশায় পুলিশ অফিসার অয়ন এর টিমে ঢোকাটা একদমই মসৃন ছিলো না। দিল্লিতে আই টি বি পির যে ট্রেনিং সেন্টারে সিলেকশন টেস্ট হয় সেটা পুলিশের থেকে প্যারামিলিটারি অফিসারদের একটু বাড়তি সুবিধা দেয়।

অবশ্য নিয়মিত ফুটবল, ক্রিকেট এবং সাঁতার ওকে নিজের ফিটনেস লেভেল এর শীর্ষে রেখেছিলো তাই ফিজিকালটা ক্লিয়ার করতে ওর অসুবিধা হয়নি। এই জায়গাটায় আবার প্যারামিলিটারি অফিসাররা অনেকটাই বেশী স্কোর করে পুলিশ অফিসারদের থেকে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে মনোনীত সত্তর আশী শতাংশ পুলিশ অফিসার এই স্তরেই ছিটকে গেলো। পড়ে থাকলো ওরা কয়েকজন। ইমাটিক অ্যাপটিউড টেস্ট এব ইংরাজী এই হলো থিয়োরী পেপার। শেষে একটা পার্সোনালিটি টেস্ট। মোট স্কোরের ভিত্তিতে প্রথম সতেরো জনকে বেছে নেওয়া হলো, তিনজন রিজার্ভ।

এ পর্যন্ত ঠিকই ছিলো, প্রথম ইন্টারেস্টিং ঘটনাটা ঘটল তার পরে। একদিন সকালে ওদের সতেরো জনকে বাসে করে নিয়ে যাওয়া হলো একটা অফিসে, সেখানে নাকি ওদের প্রি ডিপারচার ব্রিফিং হবে।

হলো। একটা পেল্লার টেবিলের দুধারে বসলো ওরা, টেবিলের শীর্ষে সাদা পোশাকের দুজন ভদ্রলোক। অসম্ভব মার্জিত। ওরা দুজন নাকি হোম মিনিস্ট্রির নয়। এক্সটারনাল অ্যাফেয়ারস মিনিস্ট্রির।

ডু-স এবং ডোন্ট-স বলে দেওয়া হলো। সব শেষে একটা শান্ত ঠান্ডা ধাতানি। কোনো মিসকনডাক্ট করলে সোজা দেশে ফেরত আনা হবে। ছ মাসের ট্রেনিং ছদিনেই শেষ হতে পারে।

খটকা এখানেই লাগলো অয়নের। জানবে কি করে? যদি ধরেও নি যে ওখানে কেউ বেগড়ঠাঁই করল - সেটা দিল্লীতে রিপোর্ট করবে কে? ওদের টিম লিড্র শর্মা স্যর? সেটা মনে হয়নি।

অনেক পরে অয়ন জেনেছিলো ওটা রিসার্চ এন্ড অ্যানালাইসিস এর উইংস এর অফিস ছিলো। 'র'। যাদের চোখ এবং কান পৃথিবীর সব দেশের থিয়েটার দেখতে থাকে।

দিল্লির আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে মিলানের উড়ানে চেপে বসার সময় মনটা বিরক্তিতে ভরে গেলো। পছন্দ মতো সিট বা সহযাত্রী কোনোটাই কপালে জুটল না অয়নের।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে সিট পড়েছে অফিসারদের। কারোর

সাথে তেমন পরিচয়ও নিবিড় হয়নি। একদিন 'র' এর অফিস আর আজ সকালে এয়ারপোর্টে একসাথে ইমিগ্রেশন এর ফর্ম ফিলাপ করার সময় যেটুকু খেজুরে আলাপ হয় - সেইটুকুই। গতকাল কননট সার্কেল থেকে কেনা কলিন ফোবর্স এর 'অ্যাভালঞ্চি এক্সপ্রেস' বইটা আরও একবার পড়া শুরু করল অয়ন।

ফোবর্স এমনিতে ওর ফেবারিট নন তবে কলেজ জীবনে পড়া দুটো বই ওকে মুগ্ধ করেছিলো। একটা 'স্টোন লেপার্ড' আর একটা এইটা - 'অ্যাভালঞ্চি এক্সপ্রেস।'

নিজের বইটা হারিয়ে ফেলেছিলো। বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার সময় তন্ন তন্ন করে খুঁজে পায়নি। দিল্লি পৌঁছে বহুকষ্টে কননট্ ইনার সার্কেল এর একটা বই এর দোকানে খুঁজে পায়। আজকাল খুব একটা কাটে না এসব বই।

এই বইটাই প্রাণপনে খোঁজার কারনটা অবশ্যই ইতালি যাত্রা। কোল্ড ওয়ার এর পটভূমিকায় লেখা এই বইটার ছত্রে ছত্রে ইতালি। যেমন ' ডে অফ দ্য জ্যাকল' এর ছত্রে ছত্রে ফ্রান্স।

এই বইটা পড়ার পর থেকেই এর মিলানো সেন্ট্রাল বা মিলানের প্রসিদ্ধ রেল স্টেশনটা দেখার খুব ইচ্ছে। একটা দুর্দান্ত স্পাই থ্রিলার এবং এম্পয়োনেজ ওয়ার্ল্ড এর একেবারে নিঁখুত বিবরণ এই বইটা। এরকম কিছু একটা যে ওর জন্যেও অপেক্ষা করে থাকতে পারে ইতালিতে সেটা প্লেনে বসে একেবারেই ভাবা সম্ভব ছিলো না ওর।

ফ্লাইটটা ল্যান্ড করল আম্মান এয়ারপোর্টে। একটা বিরতি। আচ্ছে দিন আসার মতো হঠাৎই চলে এলো আম্মান এয়ারপোর্টটা। বোঝাই গেল না যে এসেছে। মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এই এয়ারপোর্টটা ছোটো কিন্তু সাংঘাতিক ঝাঁ চকচকে। জর্ডন এমনিতে ভীষন আধুনিক রাষ্ট্র, রাজতন্ত্র, নির্বাচিত প্রতিনিধি আর সামরিক শাসনের এক মিষ্টি মিশেল। সিরিয়ার বা লিবিয়ার থেকে একদম আলাদা।

ডিউটি ফ্রি শপে উইনডো শপিং করতে করতে হঠাৎই চোখে পড়ে গেল ভদ্রমহিলার দিকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের কালো পোশাকে ঢাকা, মাথায় হিজাব, চোখে খুব দামী একটা সানগ্লাস-সম্ভবত আন্ডার আর্মার। কিন্তু অয়নের নজর ওর হাতের দিক ক্যামেরাটা হ্যাজেলব্ল্যাড। টেলিফটো লেন্সটা সম্ভবত ১০০-৪০০ সিসি। সিগমা?

এয়ার পোর্টে এমনি ডি এস এলর ব্যবহার করলেই সিকিউরিটি গুলো রে রে করে তেড়ে আসে। অথচ লোকে দিব্যি মোবাইল ফোন এ ছবি তুলছে। বোকা বোকা কনসেপ্ট। তবে যেটা অয়নকে মনসংযোগ করতে বাধ্য করলো সেটা হচ্ছে ক্যামেরার ব্র্যান্ড। ষাট লক্ষ টাকারও বেশী দামী এই ক্যামেরা সিসিএল ফটোশুট আর কিংফিশার ক্যালেন্ডার শ্যুটের মতো বড়ো ফরম্যাটে ব্যবহার হয়। একদম প্রো ছাড়া এই ক্যামেরা খুব কম লোক ব্যবহার করে। তার চেয়েও যেটা মারাত্মক ভদ্রমহিলা নিজেকে একটা শ্লেফ আড়ালে পজিশন করেছেন। ক্যামেরাটা তাক করা আছে সামনে। অ্যাপারেন্টালি ধরে আছেন। লেন্স ক্যাপ খোলা, ডিউফাইন্ডার ব্যবহার না করে পিছনের স্ক্রিন থেকে ফোকাস করে দূরের কারোর ছবি নিচ্ছেন। তার অজান্তে। পিছনে ঘুরলো অয়ন, তিন চারজনের একটা গ্রুপ দাঁড়িয়ে কথা বলছে, স্যুটেড বিজনেস ক্লাস টাইপ। এদেরই মধ্যে কেউ ফোকাসে। মাথাটা ঘুরিয়ে আর একবার তাকিয়ে দেখে ভদ্রমহিলা নেই। ওয়ন যে ওকে মার্ক করেছে তা সম্ভবত দ্রুত বুঝে সরে গেছেন। অয়ন স্টোরের ওপাশটাও দেখল। না নেই। সম্ভবত ভিতরের মহিলাদের ওয়াশরুমে ঢুকে গেছেন। সাধারণত কভার্ট অপারেশনে পারদর্শর এজেন্টরা এই ধরনের ক্ষিপ্রতা দেখায়। অয়নের মনে হলো আম্মান এয়ারপোর্টে কেউ কারোর অপর নজর রাখছে। কেন? এটা যে ওকে ইচালি পর্যন্ত তাড়া করবে সেই সময় সেটা মাথাতেও আসেনি ওর। ঘন্টাখানেক পর মিলানের জন টেক অফ করল ফ্লাইট।

মিলান থেকে বাসে ভিচেঞ্জা প্রায় তিন-চার ঘন্টা। ছোটো শহর। ভেনিস থেকে খুব দূরে নয়। এখানেই একটা মিলিটারি একাডেমীতে ট্রেনিং অংশগ্রহণে ভারত পাকিস্তান সহ প্রায় কুড়িটি দেশ। আফ্রিকা থেকে নাইজেরিয়া ক্যামেরন ছাড়াও সেনেগাল, আইভারি কোষ্ট এর মতো দেশগুলোও ছিলো। জর্ডন, সিরিয়, রাশিয়া সব মিলিয়ে জমজমাট সংসার। শুরু হলো ট্রেনিং।

দু একজন পাকিস্তানি অফিসার বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলো। জর্ডনের এক আর্মি অফিসার আমির জরাদত এর সাথে তো দারুন র‍্যাপো হয়ে গেলো অয়নের। একদিন ট্রেনিং এর ব্রেকে কফি খেতে খেতে আম্মান এয়ারপোর্ট এর গল্পটা বলল আমিরকে, শুনে খুব সিরিয়াস হয়ে গেলো আমির। 'ইউ শুড হ্যাভ রিপোর্টেড টু দ্য অথরিটিস দেয়ার' - সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া আমিরের। পুরো ঘটনাকে লজিক্যালি ভাবার চেষ্টা করল অয়ন। একজন ভদ্রমহিলা লুকিয়ে টেলিফটো লেন্স এর সাহায্যে আম্মান এয়ারপোর্ট কারোর ছবি তুলেছিলেন। কার? কেন? কেনর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই যে যার ফটো তুলেছিলেন তাকে বুঝতে না দেওয়া এবং একটি পরিস্কার হাই রেজেলিউশন ছবি তোলা। বেশ, হলো। তারপরে নিশ্চয় উনি স্মার্ট ফোনে ট্রান্সফার করে কাউকে সেটা শেয়ার করবেন। কাকে? সম্ভাব্য উত্তর যার বা যাদের জন্য উনি কাজ করেন। সেটা যদি কোনো মিলিটারি অফিসার বা কনস্যুলেটর এর কারোর ছবি হয় তাহলে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তার আম্মান এ উপস্থিত এবং কাদের সাথে উনি এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা নিয়ে কোনো এজেন্সি ইন্টারেস্টেড হলো। তারপর? কোনো ইন্টারন্যাশনাল আর্মস ডিলার? কোনো নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতা। জর্ডনে এগুলোর কোনোটারই অভাব নেই। নাকি অন্য কিছু? প্রশ্ন হলো নজর রাখছিলো কোন এজেন্সি? মোসাদ? আর টার্গেটটা কে ছিলো?

মাস দুয়েক পর একদিন রুমমেট ভূপেশ যাদব আর ইতালিয়ান মারিয়ানার সাথে ফ্লোরেন্স এর একটা কফিশপে বসে আড্ডা মারতে মারতে চোখটা আটকে গেলো উল্টো দিকের টেবিলে, হ্যাজলব্লাড। আন্ডার আর্মার। চোখ ঢাকা। ক্যামেরা বাইরের দিকে তাক করা। এখানে ক্যামেরা নিষিদ্ধ নয়। লক্ষ্য?

'এক্সকিউস মি মারিয়ান। ওয়ান মিনিট'। দ্রুত দরজা দিয়ে বাইরে বেরোলো ও। লক্ষ্যটা কে দেখার জন্য। বাইরে আমির সিগারেট খাচ্ছিল, সামনে একটি মেয়ে। সম্ভবত ইতালিয়ান। সোফিয়া লরেন টাইপ ও। তাহলে টার্গেট জর্ডনের আর্মি অফিসার প্রাণোচ্ছল আমির জরাদত।

নিঃশব্দে টেবিলে ফিরল অয়ন। ভূপেশ যাদব, কাশ্মীরে পোস্টেড, আর্মি পাব্লিক স্কুল ব্যাকগ্রাউন্ড। মারিয়ানা ট্যুর গাইড। এখানে এসেই আলাপ গল্প চলছে। একটা রোমান্টিক সম্পর্কের দিকে যাচ্ছে বলেই মনে হয়েছিলো অয়নের।

ওরা কথা বলছে। অয়ন ভাবছে অন্য কিছু। এবার মাথা পরিস্কার কাজ করছে অয়নের। জর্ডন ডেলিগেশনের ছবি সম্ভবত আগেই পৌছে গিয়েছিলো মিলানে। আমিরের ছবিও হয়তো ছিলো। কোনো পেশাদার গোয়েন্দা সংস্থা তা হাতে পেয়ে একটা অ্যানালাইসিস করে। মোস্ট ভালনারেবলদের বেছে নেওয়া হয়। অনেকটাই ফেসিয়াল এক্সপ্রেসন এর ওপর বেস করে। আর কিছুটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ এর ওঠার ভিত্তি করে। তারজন্য দরকার হাই রেজোলিউশন ছবি, তাই হ্যাজলব্লাড। তারপরে হানি-ট্র্যাপ। জর্ডন আর্মির নাড়ির খবর বের করা এবং লটেস্ট ডিপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে অবহিত হওয়া। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এই ছবিগুলো দেখিয়ে আমিরকে সারাজীবন ব্ল্যাকমেল করা যাবে। আমিরও খবর দিতে বাধ্য থাকবে। যতদিন না ওকে মিলিটারি পুলিশ অ্যারেস্ট করে।

আর মারিয়ানা? কতটুকুই বা চেনে। ও আর ভূপেশও র‍্যাডারে নেই তো কারোর? মারিয়ানাও কি হানি-ট্র্যাপ? হঠাৎ চমকে উঠলো ভূপেশের গলার আওয়াজে 'চল দাদা-লেটস মুভ'। 'ওহ ইয়েস চল ভূপেশ।' বেরোনোর সময় আর একবার তাকালো টেবিলটার দিকে। আন্ডার আর্মার এ চোখ ঢাকা সুন্দরী নেই। হয়তো আম্মান এয়াপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। হয়তো আবার কোনো টার্গেট ফিক্স করতে!